সংবাদ প্রতিদিন

ECO
ADVENTURE RESORTS

কয়রাবেড়ায় পাহাড়ের কোলে অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম

Published by: Sangbad Pratidin | Posted: October 16, 2016 3:45

সুমিতবিশ্বাস: কলিংকয়রাবেড়া!

কটেজের জানলা খুলে দেখতে পেতে পারেন বুনো হাতির দল। কিংবা তাঁবু থেকে উঁকি দিলে দেখা যাবে হরিণ শাবকের ছুটে বেড়ানো। সেই সঙ্গে পাহাড়ি পথে ট্রেকিং। নীল জলরাশিতে বোটিং। পাহাড় ছুঁয়ে থাকা কটেজের বারান্দায় ক্যান্ডেল লাইট ডিনার। কপাল ভাল থাকলে কটেজে বা তাঁবুতে রাতে শুয়েই শোনা যাবে হায়নার ডাক।

বেড়াতে গিয়ে এই ধরনের অ্যাডভেঞ্চার যাঁরা পছন্দ করেন, তাঁরা এবার কাছেই পেয়ে যাবেন এমন পর্যটনস্থল। অনেক টাকা খরচ করে ছুটতে হবে না আফ্রিকা কিংবা আমাজনের জঙ্গলে। এই রাজ্যেই মিলবে এই সুবিধা। পুরুলিয়ার বাঘমুণ্ডির কয়রাবেড়াতেই গড়ে উঠেছে এমন অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম স্পট।

বুধবার আনুষ্ঠানিকভাবে কয়রাবেড়া ইকো অ্যাডভেঞ্চার রিসর্টের দরজা খোলে। রাজ্য সরকার পিপিপি মডেলে প্রিয়া এন্টারটেনমেন্টস প্রাইভেট লিমিটেডের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে অযোধ্যা পাহাড়ের এই সাইট সিয়িং স্পটকে একেবারে পৃথক অ্যাডভেঞ্চার টুরিজম স্পট হিসাবে তুলে ধরল। পুরুলিয়ার জেলাশাসক তন্ময় চক্রবর্তী বলেন, “রাজ্যের অন্যান্য পর্যটনকেন্দ্রের থেকে কয়রাবেড়া জলাধারকে নিয়ে আমরা পৃথক পর্যটনকেন্দ্র গড়ে তুলেছি। পর্যটন দফতরের অর্থে আমরা সমস্ত পরিকাঠামো গড়ে তুলে বেসরকারি সংস্হার হাতে লিজ দিই।” তারপর এই সংস্থা আরও পরিকাঠামো বাড়িয়ে একেবারে পরিবেশবান্ধব পর্যটনকেন্দ্র হিসাবে কয়রাবেড়াকে তুলে ধরেছে এই সংস্থা।

অতীতে এই এলাকা কার্যত মাওবাদীদের মুক্তাঞ্চল ছিল। এই এলাকা তাদের যেমন করিডর ছিল তেমনই যৌথ বাহিনীও এই পথ দিয়ে অভিযানে যেত। রাজ্যে পালাবদলের পর এলাকার ছবিটা বদলে গিয়েছে আমূল। তাই এই ইকো অ্যাডভেঞ্চার রিসর্ট এলাকার যুবকদের জন্য কর্মসংস্থানের দরজাও খুলে দিয়েছে। এই বেসরকারি সংস্থা স্থানীয় যুবকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে পর্যটকদের আতিথেয়তায় এই রিসর্টে নিয়োগ করেছে। রাজ্যের পর্যটন দফতরের ৭৬ লক্ষ টাকা অর্থে এই পরিকাঠামো গড়ে দেয় পুরুলিয়া জেলা প্রশাসন। ২০১৫ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি পুরুলিয়ার হুড়ার লধুড্কার প্রশাসনিক জনসভার মঞ্চ থেকে এই প্রকল্পের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপর এই পরিকাঠামোকে সাজিয়ে গুছিয়ে তুলে এখন একেবারে পৃথক ট্যুরিস্ট স্পট কয়রাবেড়া। এই বেসরকারি সংস্থার কর্ণধার অরিজিৎ দত্ত বলেন, “বলতে পারি এই পরিবেশ বান্ধব পর্যটনকেন্দ্রে পর্যটকদেরকে আমরা অন্যরকম স্বাদ দেব।”

সেই অ্যাডভেঞ্চারকে তুলে ধরতেই ইতিমধ্যেই এই সংস্থা www.ecoadventureresorts.net নামে একটি ওয়েবসাইটও চালু করেছে। কটেজের পাশাপাশি পাহাড়-জঙ্গল-জলাধারের মজা নিতে টেন্ট বা তাঁবুতে রাত্রিযাপনেরও ব্যবস্থা রয়েছে। পড়ুয়াদের জন্য অবশ্য কিছু ছাড় আছে। ট্রেকিং, বোটিং ছাড়াও কায়াকিং, ফিশিং, বাস্কেটবল, ভলিবল, ব্যান্ডমিন্টন, সাইক্লিং রয়েছে। আগামী দিনে হর্স রাইডিং, প্যারাসেলিং, প্যারাগ্লাইডিং-এর মতো অ্যাডভেঞ্চার এই টুরিস্ট স্পটে ব্যবস্থা করার পরিকল্পনা রয়েছে এই সংস্থার।

রিসর্টের ম্যানেজার কৌশিক চক্রবর্তী জানিয়েছেন, “আমাদের এই টুরিস্ট স্পটে থাকা মানে একেবারে প্রকৃতিকে ছুঁয়ে দেখা। পর্যটকদের বিনোদনের জন্য ছৌ, সাঁওতালি নৃত্য, ঝুমুর গানেরও ব্যবস্থা আছে।”